রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুলাই ২০, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বীজ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ আষাঢ় ১৪৩২/১৩ জুলাই ২০২৫

নং-**১২.০০.০০০০.০৯৮.১৭.০০১.১৮.১০৯**—ইনব্রেড গমের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করণ পদ্ধতি ১৪ মে ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১১৪তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইনব্রেড গমের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করণ পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও অনুসরণের জন্য জারি করা হইল।

ইনব্রেড গমের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করণ পদ্ধতি

বীজ আইন, ২০১৮; বীজ বিধিমালা, ২০২০ এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের সভার সিদ্ধান্তের সহিত সরাসরি পরিপন্থি না হইলে ইনব্রেড গমের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে:

(১) ইনব্রেড গম ফসলের জাত মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানকে বীজ বিধিমালা, ২০২০ এ উল্লিখিত বিধি- ১১ এর উপবিধি ২ অনুযায়ী নির্ধারিত ফরম-১০ এ (পরিশিষ্ট ‘ক’) জাত ছাড়করণের প্রস্তাব, প্রস্তাবিত জাতের কমপক্ষে ১০ (দশ) কেজি বীজ এবং ট্রায়াল খরচ বাবদ অর্থ ১৫ অক্টোবরের মধ্যে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবর প্রেরণ করিতে হইবে।

মূল্য : টাকা ১২.০০

(২) প্রতিটি প্রস্তাবিত জাতের মূল্যায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানকে জাত প্রতি ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা এন্ট্রি ফি সরকারি কোষাগারে কোড নং- ১৪২২৩২৯ এ জমা দিয়া চালানের কপি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট দাখিল করিতে হইবে। ট্যাগিং, ব্যাগিং, শ্রমিক ভাতা, কন্টিনজেন্সীসহ ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা, ট্রায়াল বাস্তবায়ন ও আনুষঙ্গিক (সাইনবোর্ড, সার, শ্রমিক ,কীটনাশক, সেচ ইত্যাদি) খরচ বাবদ ট্রায়াল প্রতি ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা এবং মূল্যায়ন

দলের সদস্যদের (৭ জন) দুইবার মূল্যায়নের জন্য ১৪,০০০/- (চৌদ্দ হাজার) টাকা ও ট্রায়াল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মনিটরিং এর জন্য (বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সদর দপ্তরের ১জন কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট জেলার/ উপজেলার উপপরিচালক/ উপজেলা কৃষি অফিসার, ডিএই এবং অনস্টেশন ইনচার্জ/ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাসহ ৩ জন) ৬,০০০/- (ছয় হাজার) টাকাসহ মোট সম্মানী ভাতা ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা ও আপ্যায়ন ভাতা ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকাসহ মোট ৪৭,০০০/- (সাতচল্লিশ হাজার) টাকা হিসাবে দশটি স্থানে সর্বমোট ৪,৭০,০০০/- (চার লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা পে-অর্ডারের মাধ্যমে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবর জমা দিতে হইবে।

(৩) জাত মূল্যায়নের জন্য দেশের ১৩টি কৃষি অঞ্চলের মধ্যে ন্যূনতম ৬টি অঞ্চলে The Randomized Complete Block Design (RCBD) এ ৩টি রেপ্লিকেশন এর মাধ্যমে ৪টি অনস্টেশন পরীক্ষা এবং ৬টি অনফার্ম পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রস্তাবিত জাতটি সমান জীবনকাল সম্পন্ন চেক জাত (ছাড়কৃত সর্বোচ্চ ফলন সম্পন্ন জাত) এর চাইতে কমপক্ষে ৬টি স্থানে ন্যূনতম ১০% বেশি ফলন হইলে সারাদেশে ছাড়করণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। বিশেষ গুণসম্পন্ন জাতের (ক্ষতিকারক রোগ প্রতিরোধী ও পোকা প্রতিরোধী, প্রোটিন %, জিংক Enriched, খাটো জাত (Dwarf Variety) ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত জাতের ফলন কমপক্ষে চেক জাতের সমান হইলে সারাদেশে ছাড়করণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। আবেদন করিবার সময় বিশেষগুণের উল্লেখ থাকিতে হইবে এবং যথাযথ প্রমাণক দাখিল করিতে হইবে।

প্রতিকূল পরিবেশ (বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, অস্বাভাবিক তাপমাত্রা, জোয়ার-ভাটা ইত্যাদি) সহিষ্ণু জাতের বিবেচনায় ন্যূনতম ৪টি অঞ্চলে ২টি অনস্টেশন পরীক্ষা এবং ৪টি অনফার্ম পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত জাতটি সমান জীবনকাল সম্পন্ন চেক জাত (ছাড়কৃত সর্বোচ্চ ফলন সম্পন্ন জাত) এর চাইতে কমপক্ষে ৪টি স্থানে ন্যূনতম ১০% বেশি ফলন হইলে অঞ্চল ভিত্তিক/ সারাদেশে ছাড়করণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

তবে, বিশেষ ক্ষেত্রে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ন্যূনতম ৪টি অঞ্চল না পাওয়া গেলে ৪টি এর কম সংখ্যক অঞ্চলের ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত জাতটি সমান জীবনকাল সম্পন্ন চেক জাত (ছাড়কৃত সর্বোচ্চ ফলন সম্পন্ন জাত) এর চাইতে কমপক্ষে ৪টি স্থানে ন্যূনতম ১০% বেশি ফলন হইলে অঞ্চল ভিত্তিক ছাড়করণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৪) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর ২(দুই) বছর DUS (Distinctness, Uniformity and Stability) পরীক্ষা করিতে হইবে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সংশ্লিষ্ট জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, অনফার্ম পরীক্ষা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের স্থানীয় জনবলের সহযোগিতায় সম্পন্ন করিবেন এবং অনস্টেশন পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় জনবলের সহযোগিতায় সম্পন্ন করিবেন। উক্ত পরীক্ষা VCU (Value for Cultivation and Use) পরীক্ষা হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৫) VCU (Value for Cultivation and Use) পরীক্ষার কার্যক্রম অবশ্যই প্রথম বছর DUS (Distinctness, Uniformity and Stability) পরীক্ষার কার্যক্রম সম্পন্ন করিবার পর শুরু করিতে হইবে।

(৬) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মূল্যায়নের বিস্তারিত তথ্য ছক আকারে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট জমা দিতে হইবে।

(৭) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আবেদনকারী আবেদনপত্রের সহিত প্রস্তাবিত জাতের Molecular Data (DNA Fingerprinting Data) সহ পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবর প্রেরণ করিতে হইবে। গমের জাত ছাড়করণের ক্ষেত্রে ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধীতা/ সহনশীলতা এবং তাপ সহিষ্ণুতা যাচাই করিতে হবে।

(৮) মূল্যায়ন কর্মসূচিতে প্রস্তাবিত জাতের উদ্দেশ্য বিবেচনায় রাখিয়া এর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ স্ট্যান্ডার্ড চেক (ছাড়কৃত সর্বোচ্চ ফলন ও সমজীবনকাল সম্পন্ন জাত) হিসাবে গ্রহণ করিয়া Test Design করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে দানার আকার-আকৃতি, জীবনকাল ও ফলন বিবেচনা করিয়া কোন জাতকে স্ট্যান্ডার্ড চেক জাত হিসাবে নির্বাচন করিতে হইবে। ট্রায়ালের পরিচালনার ক্ষেত্রে চেক জাত হিসাবে প্রজনন শ্রেণির বীজ ব্যবহার করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করিয়া বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী চেকজাত নির্ধারণপূর্বক ট্রায়াল বাস্তবায়ন করিবে।

(৯) ট্রায়ালের ক্ষেত্রে একক প্লট সাইজ ২০ বর্গমিটার (৫মিটার X ৪মিটার) হইবে। ঢলিয়া পড়িবার মানদন্ড (০-৯), রোগ ও পোকামাকড় সংক্রমণ এবং ফেনোটাইপিক স্কেল পরিমাপের ক্ষেত্রে Cobb's scale অনুসরণ করিয়া সংশ্লিষ্ট মাঠ মূল্যায়ন দলকে মাঠ মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে। যেইহেতু বিভিন্ন অঞ্চলে প্রস্তাবিত জাত মূল্যায়ন করিতে হইবে, সেইহেতু প্রস্তাবিত জাতের গড় উৎপাদন ক্ষমতা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য চেক জাতের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে। প্রস্তাবিত এবং চেক উভয় জাত কোড নম্বর দিয়া পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ট্রায়ালের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে বিতরণ করিবেন। সার, সেচ ও অন্যান্য পরিচর্যা প্রস্তাবিত এবং চেক উভয় জাতের ক্ষেত্রে একই ধরনের হইবে।

(১০) জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক মূল্যায়ন কার্যাদি পরিচালিত হইবে।

(১১) জাত মূল্যায়ন ও মাঠ মূল্যায়নের কার্যক্রমের তথ্য পরিশিষ্ট 'খ' তে উল্লিখিত ছকে সংগ্রহ করিতে হইবে।

(১২) প্রস্তাবিত জাতের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য মাঠ মূল্যায়নের সময় মূল্যায়িত হইবে। প্রতিটি অনস্টেশন ও অনফার্ম পরীক্ষার জন্য মূল্যায়ন ছকে (পরিশিষ্ট 'খ') তথ্য সংগ্রহ করিয়া মূল্যায়ন দলের মতামতসহ এক মাসের মধ্যে সরাসরি পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। উক্ত অনস্টেশন ও অনফার্ম এর ফলাফল দিয়া পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী পরিসংখ্যানিক তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক (LSD and CV) একটি Computerized Mean Performance Data Sheet তৈরি করিবেন।

(১৩) অনফার্ম ও অনস্টেশন পরীক্ষার ফলাফল প্রাপ্তির দুই মাসের মধ্যে বিশ্লেষিত তথ্য ও মাঠ মূল্যায়ন দলের মতামতসহ প্রতিবেদন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করিবে।

(১৪) জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির সভায় বিস্তারিত যাচাই-বাছাই শেষ করিয়া সুপারিশসহ গড় ফলন, জীবনকাল, উৎস ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিবে।

(১৫) ২(দুই)টি স্থানের ট্রায়াল প্লট প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোন কারণে নষ্ট হইলে উক্ত ট্রায়াল প্লট বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। বিনষ্ট প্লট/ স্থান দুইটির ফলন বাদ দিয়া অবশিষ্ট ট্রায়ালকৃত প্লট/ স্থানগুলোর গড় ফলন বিবেচনা করিয়া ফলাফল প্রস্তুত করিতে হইবে। কিন্তু দুই এর অধিক স্থানের ট্রায়াল প্লট প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোন কারণে নষ্ট হইলে পরবর্তী বৎসরে পুনঃট্রায়াল বাস্তবায়ন করিতে হইবে। ট্রায়াল নির্বাচনের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত স্থান বিবেচনার জন্য ফসলের Stress Tolerance/ Resistance বা অন্যান্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় আনিতে হইবে।

বিঃদ্রঃ ইনব্রেড গম ফসলের জাত ছাড়করণে নিম্নবর্ণিত আইন এবং বিধিমালা অনুসরণ করিতে হইবে:

(১) জাত ছাড়করণের জন্য বীজ আইন, ২০১৮ এবং বীজ বিধিমালা, ২০২০;

(২) মেধাস্বত্ব অধিকার (Intellectual Property Rights, IPR) হিসাবে উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ (জাত সংরক্ষণ;

(৩) ব্রিডারের মেধা সংরক্ষণ এবং কৃষকের মেধা সংরক্ষণ);

(৪) উদ্ভিদের জাত, বীজ ও জার্মপ্লাজম আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন, ২০১১ এবং উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিধি, ২০১৮;

(৫) বীজের মান নিশ্চিতকরণের জন্য বীজ মান (Seed Standard) এবং মাঠমান (Field Standard) গাইডলাইন, ২০১০।

অনস্টেশন এবং অনফার্ম-এর ট্রায়াল স্থান নিম্নরূপঃ

অঞ্চল	প্রাতিষ্ঠানিক খামার	কৃষক পর্যায়ে
(১) ঢাকা অঞ্চল	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি), গাজীপুর/ আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ
(২) ময়মনসিংহ অঞ্চল	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা), ময়মনসিংহ/আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, জামালপুর/ আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, জামালপুর।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ
(৩) কুমিল্লা অঞ্চল	আঞ্চলিক কার্যালয়, ব্রি, কুমিল্লা/আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, কুমিল্লা।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ
(৪) চট্টগ্রাম অঞ্চল	আঞ্চলিক কার্যালয়, ব্রি, সোনাগাজী/ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), মহিপাল, ফেনী/আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম/বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), সুবর্ণচর, নোয়াখালি।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ
(৫) বরিশাল অঞ্চল	আঞ্চলিক কার্যালয়, ব্রি, বরিশাল/আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, রহমতপুর, বরিশাল/কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই), রহমতপুর বরিশাল/লাকুটিয়া বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, বরিশাল।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ
(৬) যশোর অঞ্চল	পাথিলা বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, চুয়াডাঙ্গা/আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, যশোর/আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, যশোর।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ
(৭) রাজশাহী অঞ্চল	আঞ্চলিক কার্যালয়, ব্রি, রাজশাহী/আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, শ্যামপুর, রাজশাহী।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ
(৮) রংপুর অঞ্চল	আঞ্চলিক কার্যালয়, ব্রি, রংপুর/সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, রংপুর/পাট গবেষণা আঞ্চলিক কেন্দ্র, রংপুর।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ
(৯) সিলেট অঞ্চল	আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, আকবরপুর, মৌলভীবাজার/আঞ্চলিক কার্যালয়, ব্রি, হবিগঞ্জ/ সিলেট বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, সিলেট।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ

অঞ্চল	প্রাতিষ্ঠানিক খামার	কৃষক পর্যায়ে
(১০) ফরিদপুর অঞ্চল	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই), ফরিদপুর/মসলা গবেষণা উপকেন্দ্র, বারি, ফরিদপুর/আঞ্চলিক কার্যালয়, ব্রি, ভাঙ্গা, ফরিদপুর।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ
(১১) খুলনা অঞ্চল	আঞ্চলিক কার্যালয়, ব্রি, সাতক্ষীরা/ বিনা উপকেন্দ্র, সাতক্ষীরা।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ
(১২) বগুড়া অঞ্চল	আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, ঈশ্বরদী, পাবনা/টেবুনিয়া বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, পাবনা।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ
(১৩) দিনাজপুর অঞ্চল	বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, নশিপুর, দিনাজপুর/নশিপুর ভিত্তি পাট বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, দিনাজপুর।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মো: আকতার হোসেন খান
প্রধান বীজতত্ত্ববিদ
বীজ অধিশাখা।

পরিশিষ্ট ‘ক’

ফরম-১০

[বীজ বিধিমালা, ২০২০ এর বিধি- ১১ এর উপ-বিধি (২) দ্রষ্টব্য]

নিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত ছাড়করণ আবেদন

বরাবর

পরিচালক

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

১। প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা:

২। বীজ ডিলার নিবন্ধন নম্বর (হালনাগাদ):

৩। প্রস্তাবিত জাতের উন্নয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা:

৪। যে জাত হইতে প্রস্তাবিত জাতের উদ্ভব হইয়াছে তাহার

(ক) বাংলা নাম:

(খ) ইংরেজি নাম:

(গ) উদ্ভিদতাত্ত্বিক/ বৈজ্ঞানিক নাম:

(ঘ) স্টেশন নম্বর:

(ঙ) জাতের প্রস্তাবিত নাম (বাংলা ও ইংরেজি):

৫। প্রস্তাবিত জাতের উৎস:

(ক) সূচনা:

(খ) উৎস দেশ/স্থান ও প্রতিষ্ঠানের নাম:

(গ) মূল স্টেশন নম্বর (Number):

(ঘ) বংশ পরিচয় নম্বর (Pedigree Number):

(ঙ) প্যারেনটেজ (Parentage):

৬। প্রস্তাবিত জাতের পরিবেশগত (Ecological) চাহিদা:

(ক) মৌসুম:

(খ) মৃত্তিকা:

(গ) পানি:

(ঘ) অন্য কোনো তথ্য:

৭। প্রস্তাবিত জাতের কৃষিতাত্ত্বিক (Agronomical) চাহিদাঃ

(ক) চাষ পদ্ধতিঃ

(খ) প্রতি হেক্টরে বীজের হার (কেজি):

(গ) রোপণ দূরত্বঃ

(ঘ) প্রতি হেক্টরে গাছের সংখ্যাঃ

(ঙ) প্রতি হেক্টরে সারের প্রয়োজনীয়তাঃ

(চ) মাঠে ফসলের জীবনকাল (বীজ হইতে বীজ):

৮। পণ্য ব্যবহারের জন্য যদি বিশেষ প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উহার বিবরণঃ

৯। ফসলের ব্যবহারযোগ্য অংশের নামঃ

১০। রোগ এবং পোকার প্রতিক্রিয়ার উপর কোনো পরীক্ষা করা হইয়া থাকিলে উহার বিবরণঃ

(ক) প্রাকৃতিক (পরীক্ষিত মৌসুম/বৎসরের সংখ্যা):

(খ) কৃত্রিমঃ

১১। প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের বর্ণনাঃ

১২। নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলোর বর্ণনা (টন/হে.):

(ক) অগ্রগামী সারির ফলন পরীক্ষা (AYT):

(খ) আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষা (RYT):

(গ) অগ্রগামী সারির অভিযোজন পরীক্ষা (ALART):

(ঘ) কৃষিতাত্ত্বিক পরীক্ষাঃ

(ঙ) খামারে ফলন পরীক্ষাঃ

(চ) কৃষকের মাঠে পরীক্ষা (PVT):

১৩। (ক) প্রজনন দ্রব্যের উৎসঃ

(খ) প্রস্তাবিত জাত উন্নয়নের পদ্ধতিঃ

১৪। (ক) প্রস্তাবিত জাতের সামগ্রিক অঙ্গাসংস্থান (Morphology):

(খ) জাত শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যঃ

১৫। (ক) কৃষি-পরিবেশ অঞ্চলে (Agro-Ecological Zone) জাতটির উপযুক্ততা:

(খ) উপযুক্ত শস্য বিন্যাসের বর্ণনা, যদি থাকে:

১৬। সার ও পানি ব্যবস্থপনাসহ অনুকূল চাষ পরিচর্যার বর্ণনা:

(ক) রোপণ:

(খ) সার প্রয়োগ:

(গ) পানি ব্যবস্থাপনা:

১৭। (ক) ফলন পরীক্ষার ফলাফল এবং প্রস্তাবিত জাতের বর্ণনা:

(খ) সর্বোত্তম জাতের বৈশিষ্টের সহিত তুলনামূলক পার্থক্য:

(গ) কোনো প্রজাতির প্রত্যাহারের পরামর্শ থাকিলে তাহার নাম:

১৮। শস্য সংগ্রহ পদ্ধতি:

১৯। (ক) প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং গুদামজাতকরণের পদ্ধতি (কোনো নূতন পদ্ধতির প্রয়োজন হইলে তাহার বর্ণনা):

(খ) গুদামজাতকরণ পরীক্ষার ফলাফল:

(১) প্রাকৃতিক অবস্থায়:

(২) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (বিশেষ প্রকার/পদ্ধতি):

২০। (ক) ভৌত উপাদান (আকার, আকৃতি, ওজন ইত্যাদি) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

আকার/ আকৃতি:

বুনট (Texture):

বর্ণ (Colour):

এক হাজার দানার ওজন (গ্রাম) (আলু/ ইক্ষু ব্যতীত):

বীজের সুপ্ততা:

(খ) রাসায়নিক উপাদান, পুষ্টিগত অবস্থা এবং রান্নার উপযোগিতা কৌশল (ভোজ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে):

(গ) পুনরুদ্ধারের অনুপাত (Recovery ratio) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

(ঘ) ফসলের ভোগ্য অংশ ভাঙ্গার অনুপাত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

২১। রোগ বালাইয়ের প্রতিক্রিয়া:

২২। বীজ হিসাবে ব্যবহৃত অংশ:

২৩। (ক) বীজ উৎপাদনের পদ্ধতি (ইনব্রিড বা হাইব্রিডের জন্য গৃহীত বিশেষ সতর্কতা, পৃথকীকরণ মান, বীজের জীবনীশক্তি কমপক্ষে ১২(বার) মাস পর্যন্ত বর্ধিতকরণ এবং বিশেষ গুদামজাতকরণের প্রয়োজনীয়তা):

(খ) অঙ্গসংস্থানগতভাবে (Morphologically) কাছাকাছি (Most Similar) জাত বা প্রজাতিসমূহের তালিকা:

(গ) ডিইউএস (DUS) টেস্ট এর আলোকে কাছাকাছি (Most Similar) জাত বা প্রজাতির তালিকা হইতে পার্থক্যের তালিকা (প্রমাণপত্র দাখিল করিতে হইবে);

২৪। (ক) কে বা কোথায় প্রজনন বীজ উৎপাদন করিবে:

(খ) মৌসুমওয়ারী/ বাৎসরিক কী পরিমাণ প্রজনন বীজ সরবরাহ করা যাইতে পারে:

(গ) কে ভিত্তি বীজ ও প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন করিবে এবং উৎপাদনকারীর মতামত নেওয়া হইয়াছে কি না:

(ঘ) ডিএই যখন কৃষকের মাঠে জাত উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় প্রদর্শনী গ্রহণে সমর্থ হইবে তখন কতগুলি প্রদর্শনী করিতে হইবে:

(ঙ) উপরে উল্লিখিত সকল তথ্য ও ফসল সংগ্রহোত্তর এবং বীজ উৎপাদন সংবলিত একটি বাংলা প্রযুক্তি অনুলিপি এতদসঙ্গে সংযোজিত।

২৫। অতিরিক্ত তথ্যাবলি:

আবেদনকারীর নাম, পদবি এবং স্বাক্ষর, তারিখ ও সিল

আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে:

১। বীজ ডিলার নিবন্ধন সনদের কপি।

২। আবেদনকারী কর্তৃক জাতটির গুণগতমান ও বৈশিষ্ট্যসমূহ সংরক্ষণের দায়-দায়িত্ব বহন করিবার ঘোষণাপত্র।

৩। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনের সদস্য মর্মে সনদপত্রের কপি দাখিল করিতে হইবে।

পরিশিষ্ট 'খ' (সংশোধিত ছক)

ইনব্রেড গমের মাঠ মূল্যায়ন ছক

পরিদর্শনের তারিখঃ ফুল আসার পর্যায় (১ম পরিদর্শন)........পরিপক্কতার পর্যায় (চূড়ান্ত পরিদর্শন) ....

ট্রায়ালের স্থানঃ ....

জাতের কোড নং	জমিতে বপনের তারিখ	৫০% ফুল আসার তারিখ	প্রধান রোগ সমূহের প্রতিক্রিয়ার মানদণ্ডের স্কেল (০-৯)		প্রধান পোকামাকড় সমূহের প্রতিক্রিয়ার মানদণ্ডের স্কেল (০-৯)		ফেনোটাইপিক গ্রহনযোগ্যতার মানদণ্ডের স্কেল (০-৯)		ঢলে পড়ার মানদণ্ড (%)		পরিপক্কতার তারিখ	পরিপক্কতার সময় (দিন) (বীজ হইতে বীজ)	১৪% আর্দ্রতায় ফলন (কেজি/হে.)			গড় ফলন (কেজি/হে.)	মন্তব্য
			১ম পরিদর্শন	চূড়ান্ত পরিদর্শন	১ম পরিদর্শন	চূড়ান্ত পরিদর্শন	১ম পরিদর্শন	চূড়ান্ত পরিদর্শন	১ম পরিদর্শন	চূড়ান্ত পরিদর্শন			R_1	R_2	R_3		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮

কর্তনের তারিখ সমূহঃ ১। ; ২।

মূল্যায়ন দলের সদস্যবৃন্দের নাম, পদবি, প্রতিষ্ঠান, স্বাক্ষর ও তারিখ		দলনেতার নাম, পদবি, প্রতিষ্ঠান, স্বাক্ষর ও তারিখ	
১ম মূল্যায়ন	চূড়ান্ত মূল্যায়ন	১ম মূল্যায়ন	চূড়ান্ত মূল্যায়ন
১।	১।		
২।	২।		
৩।	৩।		
৪।	৪।		
৫।	৫।		
৬।	৬।		
৭।	৭।		

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd